সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০২
WEEKLY BOOKLET:202

কুরবানি কেন করা হয়?

- কুরবানি আল্লাহ পাকের আদেশ মান্য করার জন্যই করা হয়
- কুরবানি করা কার উপর ওয়াজিব?
- সম্মিলিত কুরবানির সতর্কতা
- কুরবানি ওয়াজিব কিন্তু টাকা নাই তবে কি করবে?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কুরবানি কেন করা হয়?

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**কুরবানি কেন করা হয়?**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে প্রতি বছর আনন্দচিত্তে কুরবানি করার সৌভাগ্য দান করো এবং তার কুরবানিকে তার জন্য পুলসিরাতের বাহন বানাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানি আল্লাহ পাকের আদেশ মান্য করার জন্যই করা হয়

প্রশ্ন: আমরা কুরবানি কেন করি?

১. মুসনাদুল ফেরদাউস, ২/৪৭১, হাদীস ৮২১০।

উত্তর: কুরবানির আদেশ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইদিয়েছেন আর এই কয়েকটি শর্তে মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে, এই কারণেই আমরা কুরবানি করি এবং اِنْ شَآءَ الله করতে থাকবো। **আল্লাহ পাক** কুরবানির আদেশ দিয়ে কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۝۲﴾[1] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "সুতরাং আপনি আপনার **রবের** জন্য নামায পড়ুন ও কুরবানি করুন।" আর **আল্লাহ পাকের** এই নির্দেশের উপর আমল করার জন্য আমরা কুরবানি করি। (এসময় মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণকারী মুফতী সাহেব বলেন:) এই আয়াতে মুবারাকায়ও কুরবানির উল্লেখ রয়েছে: ﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۶۲﴾[2] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আপনি বলুন, 'নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানিসমূহ, আমার জীবন ও আমার মরণ; সবই **আল্লাহর** জন্য **যিনি প্রতিপালক** সমগ্র জাহানের।" অনুরূপভাবে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলো: এই কুরবানি কি? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْم (অর্থাৎ কুরবানি করা) তোমাদের পিতা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর

১. পারা ৩০, কাউসার, ২।
২. পারা ৮, আনআম, ১৬২।

(সুন্নাত) পদ্ধতি ছিলো।[১] অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে কিন্তু কুরবানি করে না তবে সে যেনো আমাদের ঈদগাহের নিকটেই না আসে।[২]

কুরবানি করা কার উপর ওয়াজিব?

প্রশ্ন: কুরবানি করা কার উপর ওয়াজিব?

উত্তর: ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বিবেকবান, প্রাপ্তবয়স্ক ও স্থায়ী বাসিন্দা যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় আর এই নিসাব তার ঋণ ও জীবনের মৌলিক চাহিদায় অতিরিক্ত হলে তবে এমতাবস্থায় কুরবানি ওয়াজিব হবে।

মুসাফিরের উপর কি কুরবানি ওয়াজিব?

প্রশ্ন: মুসাফিরের উপর কি কুরবানি ওয়াজিব?

উত্তর: শরয়ীভাবে মুসাফিরের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।

কুরবানির পশুর কি বয়স হিসেবে নাকি দাঁত উঠার?

প্রশ্ন: এমন পশু কি কুরবানি করা জায়িয, যা নিজের কুরবানি বয়স পূরণ করেছে কিন্তু এখনো তার দাঁত উঠেনি? কুরবানির

১. ইবনে মাজাহ, ৩/৫৩১, হাদীস ৩১২৭।
২. ইবনে মাজাহ, ৩/৫২৯, হাদীস ৩১২৩।

ঈদের সময় বেপারীরা গ্রাহককে বলে যে, আমার এই পশুর যদিও দাঁত উঠেনি কিন্তু এটি তার কুরবানির বয়স পূর্ণ করেছে, তখন গ্রাহক সেই পশু কিনতে চায় না আর বলে যে, দাঁত উঠা জরুরী, যদি বেপারী সেই পশু অর্ধেক দামে দিতে রাজি হয়ে যায় তবে তা কিনে নেয়, তাদের এরূপ করা কেমন?

উত্তরঃ যে পশু কুরবানির বয়স পূর্ণ করেছে, তা কুরবানি করা জায়িয, যদিও এর দাঁত না উঠে। কুরবানি জায়িয হওয়ার জন্য উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর, গরুর দুই বছর এবং ছাগল, দুম্বা ও ভেড়ার এক বছর হওয়া জরুরী। তবে যদি দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা এত বড় যে, দূর থেকে দেখলে এক বছরের মনে হয় তবে এর কুরবানিও জায়িয। মনে রাখবেন! কুরবানি জায়িয হওয়ার জন্য বয়স পূর্ণ হওয়ার জরুরী, দাঁত উঠা নয় কেননা যেই পশু স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং টেনে টেনে ঘাস খায়, সে লাগাতার দাঁত দ্বারা ঘাস টানতে থাকার কারণে কুরবানির বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাঁত উঠে যায় আর যে পশু বাঁধা অবস্থায় থাকে তাদের অনেক সময় বয়স পূর্ণ হওয়ার পরও দাঁত উঠে না। পশুর বয়সের ব্যাপারে মানুষ বেপারীদের উপর এই কারণে বিশ্বাস করে না যে, তাদের প্রচুর মিথ্যা কথা বলা ও ধোঁকা দেয়ার কারণে বেপারীদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে।

অনেক বেপারী পশুর কাটা লেজ টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দেয় এবং যেই রঙের পশুর চামড়া হয়ে থাকে টেপের উপর সেই রঙ লাগিয়ে দেয়, যার কারণে ক্রেতা এটা বুজতেও পারে না যে, পশুর লেজ কাটা হয়েছে অতঃপর যখন সেই বেচারা সেটাকে বাড়ি নিয়ে এসে লেজ ধরে তখন লেজ হাতে চলে আসে। অনুরূপভাবে অনেক বেপারী পশুর দাঁত দেখাতেও প্রতারণা করে থাকে। যদিও সব বেপারী ধোঁকাবাজ নয় কিন্তু মানুষ ঈমানদার বেপারীর উপরও এই কারণে বিশ্বাস করে না যে, ঘর পোড়া গরু আকাশে মেঘ দেখলেও ভয় পায়। যদি বেপারী নেককার লোক হয় আর সে বলে যে, পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে, গ্রাহকের তার উপর বিশ্বাস রয়েছে যে, সে পশুর বয়স বলাতে মিথ্যা বলছে না তবে এমতাবস্থায় যদি গ্রাহক তার কাছ থেকে পশু কিনে কুরবানি করে নেয় তবে তার কুরবানি হয়ে যাবে, যদিও দাঁত না উঠে। উত্তম হলো, কুরবানির পশু গরু হোক বা ছাগল চারটি দাঁত উঠা উচিৎ, ছাগলের যদি চারটি দাঁত উঠে তবে এর মাংস মজাদার হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের এখানে দুই দাঁতের প্রথা চলে আসছে। পশু ক্রেতারাও দাঁত ওয়ালা দাবী করে থাকে আর বেপারীও দাঁত আছে বলে বেড়ায়। অনেক সময় পশু আট দাঁতের (অর্থাৎ বয়স্ক) হয়ে থাকে কিন্তু বেপারী ক্রেতাকে

শুধুমাত্র দু'টি দাঁত স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় আর অবশিষ্ট দাঁতগুলো তার আঙ্গুল দ্বারা লুকিয়ে রাখে অতঃপর দ্রুত মুখ বন্ধ করে দেয়। আর রইলো যেই পশুর বয়স কম হওয়ার কারণে দাঁত উঠেনি মানুষ তা অর্ধেক দামে কিনে নেয়, তো এই অর্ধেক দামে কিনে নেয়া ব্যাক্তি সম্ভবত কসাই হতে পারে, যে এরূপ পশুগুলো কুরবানির জন্য নয় বরং জবাই করে মাংস বিক্রি করার জন্য কিনে থাকে।

পশু কি দুই দাঁত ওয়ালা নাকি বেশি, তা কিভাবে জানা যাবে?

প্রশ্নঃ পশু কি দুই দাঁত ওয়ালা নাকি বেশি, তা কিভাবে জানতে পারবো?

উত্তরঃ পশু কি দুই দাঁত ওয়ালা নাকি বেশি, তা জানার উপায় হলো, যেই দাঁত ভালভাবে উঠেনি, তা সবই এক লাইনে সাদা অংশের ন্যায় দেখা যাবে আর যেই দাঁত উঠে গেছে তা এই সাদা অংশ থেকে কিছুটা দূরে উচুঁ জায়গা থেকে বের হয়ে থাকে আর প্রশান্ত হয়ে থাকে এবং তা কিছুটা হলদে হয়ে থাকে। যদি পশু আট দাঁতের পুরোপুরি বয়স্ক হয় তবে তার আটটি দাঁত একই লাইনে দেখা যাবে এবং তা হলদে দেখা যাবে। যাই হোক, পশুর দাঁতের পরিচয় সবাই দিতে

www.dawateislami.net

পারবে না। এজন্য পশু ক্রয় করার সময় অভিজ্ঞ লোককে সাথে নেয়া উপকারী।

বড় পশুকে ছোট গাড়িতে করে আনা কেমন?

প্রশ্নঃ কুরবানির পশুকে হাট থেকে কিনে বাড়ি আনার জন্য গাড়ির প্রয়োজন হয়ে থাকে, অনেকে টাকা বাঁচানোর জন্য বড় পশুকেও ছোট ছোট গাড়িতে জোরাজোরি করে তুলে, শায়িত করে এবং রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসে, যার কারণে পশুর অনেক কষ্ট হয় এবং অনেক সময় প্রচন্ড আঘাতও পেয়ে থাকে, এব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল প্রদান করুন।

উত্তরঃ যেমনিভাবে মানুষের কষ্টদায়ক জিনিসে কষ্ট হয় আর তারা তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও করে থাকে, প্রকাশ্য যে, অনুরূপভাবে বড় পশুকে ছোট গাড়িতে জোরাজোরি তুলে, শায়িত করে এবং রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা বিনা কারণে পশুকে কষ্ট দেয়া এবং এর উপর অত্যাচারই। পশুর প্রতি অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করার চেয়েও বেশি জঘন্য, কেননা মুসলমান তো মোকাবেলা করবে, আদালতে গিয়ে মামলা করে দিবে, এছাড়াও আরো কত কি করতে পারে। কিন্তু এই নির্বাক প্রাণী কার কাছে ফরিয়াদ

www.dawateislami.net

করবে।[১] মনে রাখবেন! মজলুম পশু বরং মজলুম কাফেরেরও বদদোয়া কবুল হয়ে থাকে। যারা এরূপ করেছে তারা তাওবা করুন আর ভবিষ্যতে কখনোই এমন কাজ করবেন না।

কোনদিন কুরবানি করা উত্তম?

প্রশ্ন: ঈদের কোনদিন কুরবানি করা উত্তম?

উত্তর: ঈদের তিনদিনই কুরবানি করা জায়িয, তবে প্রথমদিন কুরবানি করা উত্তম। ঈদের প্রথমদিন সাধারণত কসাইরা বেশি টাকা দাবী করে তাই অনেকে সামান্য টাকা বাঁচানোর জন্য উত্তম আমল ছেড়ে ঈদে দ্বিতীয় বা তৃতীয়দিন কুরবানি করে। এভাবে কিছু টাকার জন্য এত দামী পশু আনার পরও প্রথমদিন কুরবানি করার ফযীলত পাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে দেয়। প্রথমদিন কসাইয়ের বেশি টাকা নেয়া যদিও নফসের জন্য বোঝা হয় কিন্তু আমাদেরকে এভাবে মানসিকতা বানানো উচিৎ, যেই নেক আমল নফসের উপর

---

১. পশুর উপর অত্যাচার করা জিম্মি কাফেরের উপর (এখন পৃথিবীতে সব কাফের হারবী) অত্যাচার করা থেকে নিকৃষ্ট এবং জিম্মির উপর অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করার চেয়েও নিকৃষ্ট, কেননা পশুদের রক্ষক ও সাহায্যকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নয়। (দুররে মুখতার, ৯/৬৬৩)

www.dawateislami.net

যতবেশি ভারী হবে, এর সাওয়াবও ততবেশি দান করা হবে।[১]

মনে রাখবেন! ঈদুল আযহার দিন পশু জবাই করার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। অতএব কোন অপারগতা না থাকলে তবে প্রথমদিনই কুরবানি করুন, যদিও কিছু টাকা বেশি খরচ হবে কিন্তু তা ক্ষতি মনে করবেন না বরং এর বিপরীতে আখিরাতে অর্জিত মহান সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। যদি কারো ঘরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন দাওয়াত রয়েছে, সেই কারণে প্রথমদিন কুরবানি করে না তবে তার উচিৎ, প্রথমদিনই কুরবানি করে এর মাংস ফ্রিজে রেখে দেয়া আর পরদিন দাওয়াতে ব্যবহার করা, কেননা একদিনে মাংসের স্বাদে কোন বিশেষ পরিবর্তন হবে না। শুধু নফসের স্বাদের জন্য প্রথমদিন কুরবানির মহান সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং বঞ্চনাই। যেমনিভাবে ব্যবসায়ী পণ্যের লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখে তেমনিভাবে প্রতিটি মুসলমানেরও উচিৎ, তারা সম্পদের লাভের চেয়ে বেশি নেকীর লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং এর জন্য চেষ্টাও করতে থাকবে।

১. সফরে হজ্ব কি এহতিয়াতে, ২৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

যাতাকলে আটকিয়ে পশু জবাই করা কেমন?

প্রশ্নঃ ইউরোপীয় (European) দেশে ছোট পশু জবাই করার জন্য বিশেষ যাতাকলে আটকানো হয় যাতে রশি দিয়ে বাঁধা আর ধরার কষ্ট থেকে বাঁচা যায়, এমনটি করা কেমন?

উত্তরঃ ছাগল ও দুম্বা ইত্যাদিকে বিশেষ যাতাকলে আটকিয়ে জবাই করাতে অন্য কোন সমস্যা তো নেই কিন্তু একটি সুন্নাত বর্জন হয়ে যায় আর তা হলো, জবাইকারী নিজের ডান পা পশুর ঘাড়ের ডান অংশের (অর্থাৎ ঘাড়ের নিকটের বাহুর) উপর রাখবে আর জবাই করবে। তবে এই যাতাকলের মাধ্যমে আটকানোতে উপকারীতাও রয়েছে যে, পশু অনেক অপ্রয়োজনীয় কষ্ট থেকে বেঁচে যায়, যেমন; অনেকে ছাগলকে উঠিয়ে আছাড় মারে বা পাথরী মাটিতে টেনে নিয়ে যায়, যা নিঃসন্দেহে বিনা কারণে কষ্ট দেয়া, কিন্তু এই বিশেষ যাতাকলের মাধ্যমে শুয়ানোতে এই দু'টি কষ্ট হয় না। তাছাড়া এই যাতাকলের আকৃতি এমনই যে, পশুকে শুয়ানোর সাথে সাথেই পেটের সাথে আটকে যায় এবং পা অবমুক্ত হয়ে যায় আর এটা মেডিকেলিও ভাল, এই কারণে যে, পশু যতবেশি হাত পা নাড়াবে ততই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাবে। যাইহোক, যাতাকলে আটকিয়ে জবাই করুক বা

www.dawateislami.net

রশি দিয়ে বেঁধে করুক, পশুকে অযথা কষ্ট দেয়ার অনুমতি কখনোই নেই। যারা ছাগলের ঘাড় মুচড়ে দেয় বা বড় পশুদের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে রগ কেটে দেয় কিংবা জবাই করার সময় হাঁড় পর্যন্ত ছুরি মেরে দেয়, তাদের এগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরী। **আল্লাহ** না করুক মৃত্যুর পর যদি এই পশুকের লেলিয়ে দেয়া হয় তবে কি হবে?

কুরবানির পশু পশম ও লোম ইত্যাদি কাটা কেমন?

প্রশ্নঃ কুরবানির অনেক পশুর শরীরে বড় বড় পশম হয়ে থাকে, এগুলোর কারণে জবাই করার সময় যদি অসুবিধা হয় তবে কি এই পশম কাটা যাবে? যদি কেউ সেই পশম কেটে ফেলে তবে সেই পশমের বিধান কি?

উত্তরঃ কুরবানির পশুর পশম এবং উল ইত্যাদি কাটা মাকরূহ। যদি কেউ পশম বা উল ইত্যাদি কেটে ফেলে তবে সেই জিনিষগুলো না নিজে ব্যবহার করতে পারবে আর না কোন ধনীকে দিতে পারবে বরং এই পশম এবং উল ইত্যাদি কোন শরয়ী ফকীরকে সদকা করে দিতে হবে। আর হলো জবাই করার সময় অসুবিধা হওয়া তো এর জন্য শরীরের পশম কাটা তো দূরের কথা গলার পশমও কাটা জরুরী নয় বরং গলায় পানি ঢেলে দিয়ে জায়গা বানানো যায়।

www.dawateislami.net

অযুবিহীন বা বেনামাযীর জবাই করা

প্রশ্ন: কসাইরা সাধারণত অযুবিহীন, বেনামাযী এবং দাঁড়ি মুন্ডানো হয়ে থাকে, তবে কি তাদেরকে দিয়ে জবাই করানো সঠিক? তাছাড়া পশু জবাই করার কিছু মাদানী ফুলও বর্ণনা করুন।

উত্তর: পশু জবাই করার জন্য অযু, নামাযী ও দাঁড়িওয়ালা হওয়া শর্ত নয়, অতএব যদি দাঁড়ি মুন্ডানো, অযুবিহীন ও বেনামাযী ব্যক্তিও পশু জবাই করে তবুও পশু হালাল হয়ে যাবে। ✯ জবাইকারী পুরুষ হওয়াও শর্ত নয়, মহিলা বা বিবেকবান বাচ্চাও জবাই করতে পারবে। তবে যেই জবাই করবে, তার জবাই করার সময় **আল্লাহ**র নাম নেয়া আবশ্যক।[১] ✯ যদি কেউ জেনেশুনে **আল্লাহ**র নাম বললো না যেমন; দুইজন মিলে জবাই করছিলো, একজন এই ভেবে **আল্লাহ**র নাম নিলো না যে, অপরজন বলেছে, আমার বলা জরুরী নয়, তবে সেই পশু মৃত বলে গন্য হবে।[২] ✯ জবাই করার সময় "بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ" এই বাক্যটি বলা উত্তম, তবে শর্ত নয়, অতএব যদি কেউ শুধুমাত্র "**আল্লাহ**" শব্দটি বলে ছুরি চালিয়ে দিলো তবুও পশু

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৪৯৬।
২. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৪৯৯।

হালাল হয়ে যাবে।[১] ☆ যদি ভুলে যাওয়ার কারণে **আল্লাহ**র নাম না নেয়, তবু পশু হালাল হয়ে যাবে।[২]

সম্মিলিত কুরবানির সতর্কতা

প্রশ্নঃ সম্মিলিত কুরবানির অংশীদারদের উপর কি কি শরয়ী দায়িত্ব রয়েছে?

উত্তরঃ সম্মিলিত কুরবানির মাসআলা খুবই জটিল ও কঠিন, অতএব সম্মিলিতভাবে কুরবানির অংশীদারদের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেনো এ সম্পর্কীত জরুরী মাসআলা শিখে অতঃপর ওলামায়ে কিরামের পরিপূর্ণ নির্দেশনা অনুযায়ীই কুরবানি করে। দূর্ভাগ্যক্রমে মানুষ সম্মিলিত কুরবানিকে একটি ব্যবসা বানিয়ে নিয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠানও ওলামায়ে কিরামের নির্দেশনা না নিয়েই সম্মিলিত কুরবানি করে থাকে এবং প্রকাশ্য ভূলত্রুটি করে মানুষের কুরবানি সমূহকে নষ্ট করে দেয়। প্রত্যেককে আখিরাতের আযাবকে ভয় করা উচিৎ এবং শরয়ী চাহিদা পূরণ হওয়া অবস্থাতেই সম্মিলিত কুরবানিতে হাত দেয়া উচিৎ। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্মিলিত কুরবানি দারুল

১. ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৮৫।
২. হেদায়া, ২/৩৪৭।

ইফতা আহলে সুন্নাতের পরিপূর্ণ নির্দেশনাতেই করা হয়ে থাকে। দেশ ও বিদেশে সম্মিলিত কুরবানি করার যিম্মাদারদের প্রথমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। অতঃপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তারাই মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে সম্মিলিত করবানি করার অনুমতি পায়। তাছাড়া দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে **"সম্মিলিত কুরবানির মাদানী ফুল"** নামে একটি পুস্তিকাও ছাপানো হয়েছে।

ঋণ করে কুরবানি করা কেমন?

প্রশ্ন: যদি কারো কাছে টাকা না থাকে তবে কি সে ঋণ করে কুরবানি করতে পারবে?

উত্তর: যদি কুরবানি ওয়াজিব হয় এবং নগদ টাকা নাই, ব্যবসায় লেগে আছে বা কোন জিনিস কিনে রেখেছে যা বিক্রি করতে চাচ্ছে না তবে এখন যদি কারো কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে কুরবানি করে তবে সমস্যা নাই। তবে যদি কুরবানি ওয়াজিব না হয় তবে স্বভাবতই ঋণ করে কুরবানি করা জরুরী নয় কিন্তু যদি কুরবানি করে তবে সাওয়াব পাবে তবে এরূপ করা অনেক বড় ঝুকি যে, পরবর্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে লড়াই ঝগড়াও হতে পারে অতএব আমার

পরামর্শ হলো যে, যদি কুরবানি ওয়াজিব না হয় তবে শুধু কুরবানি করার জন্য ঋণ করবেন না।

মুহাররামুল হারামে কি কুরবানির মাংস খেতে পারবে?

প্রশ্ন: কুরবানির মাংস কি ঈদুল আযহা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও খেতে পারবে? তাছাড়া অনেকে বলে যে, মুহাররামুল হারামের চাঁদ দেখা গেলে ঘরে মাংসা রান্না করা উচিৎ নয় এবং কুরবানির মাংসও পহেলা মুহাররামুল হারামের পূর্বেই শেষ করে নেয়া উচিৎ। আপনি এব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তর: কুরবানির মাংস যদি কেউ সারা বছরই খেতে চায় তবে খেতে পারবে, এটা জায়িয। মুহাররামুল হারামেও কুরবানির মাংস এবং এছাড়াও অন্যান্য পশু জবাই করে এর মাংসও খেতে পারবে।

কুরবানির পশুর মাংস তিন ভাগ করা

প্রশ্ন: কুরবানির পশুর মাংসকে তিন ভাগ করা হয়, শরীয়াতে কি এর কোন দলীল রয়েছে?

উত্তর: **বাহারে শরীয়াতের** ১৫তম অংশে কুরবানির মাসআলা লিখা হয়েছে: এতে কুরবানির পশুর মাংসকে তিন ভাগ করা মুস্তাহাব লিখা হয়েছে। যেমন; ছাগল হলে এর তিন ভাগ

করে নিন, এক ভাগ কুরবানি দাতা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখুন, এক ভাগ আত্মীয় স্বজনের মাঝে বন্টন করে দিন এবং আরেক ভাগ গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিন, এটা মুস্তাহাব।[১] যদি সম্পূর্ণ ছাগল নিজেই রেখে দেয় বা সম্পূর্ণ ছাগল বন্টন করে কিংবা সম্পূর্ণ ছাগল সম্পূর্ণ কাউকে দিয়ে দেয় তবে এসব করাও জায়িয।

কুরবানি কার উপর ওয়াজিব?

প্রশ্নঃ ঘরে দু'জন উপার্জনকারী রয়েছে, যারা প্রায় ২০ হাজার টাকা উপার্জন করে, তাদের উপর কি কুরবানি ওয়াজিব হবে?

উত্তরঃ ২০, ৩০ হাজার টাকা উপার্জন করা মাসআলা নয়, অনুরূপভাবে মানুষ এক লক্ষ টাকাও উপার্জন করলো আর সম্পূর্ণ টাকাই খরচ হয়ে গেলো। কেউ ১০ হাজার টাকায় চালিয়ে নেয় আর কারো দশ লাখ টাকায়ও চলতে কষ্ট হয়ে যায়, কারো নিকট আজকের খাবার আছে তো কালকের নেই, কালকের আছে তো পরশুদিনের নাই, অতএব কত উপার্জন করে তা বিবেচ্য নয় বরং বিবেচ্য বিষয় হলো, ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদিক **(থেকে শুরু করে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত)** এই সময়ে যে ধনী হয় অর্থাৎ মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত তার

১. বাহারে শরীয়ত, অংশ ১৫, ৩/৩৪৪। ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০০

নিকট নিসাব[১] পরিমাণ টাকা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে এবং সেই পরিমাণ ঋণগ্রস্ত না হলে তবে কুরবানি ওয়াজিব হবে।[২]

কুরবানির পশুর দাম বলা উচিৎ নাকি চুপ থাকা?

প্রশ্নঃ যখন আমরা কুরবানির জন্য কোন পশু যেমন; গরু বা ছাগল কিনে আনি তখন অনেকেই বারবার প্রশ্ন করে যে, দাম কতো হলো? এমতাবস্থায় দাম বলা উচিৎ নাকি চুপ থাকা উচিৎ, কেননা দাম বলাতে নিজের বড়ত্বের দম্ভ ফুটে উঠারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, আমি তো পঁচাত্তর হাজার (৭৫০০০)

---

১. কুরবানির নিসাব হলো, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা থাকা অথবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার সমপরিমাণ টাকা থাকা কিংবা ব্যবসার পণ্য থাকা যা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দামের সমান হয় অথবা ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত মালামাল রাখা আছে যা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দামের সমান হয়ে যায় বা এসব কিছু মিলে সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দামের সমান হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় কুরবানি ওয়াজিব হবে।

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯২। বাহারে শরীয়ত, অংশ ১৫, ৩/৩৩৩)

২. এটা আবশ্যক নয় যে, দশ তারিখেই কুরবানি করে নিতে হবে, এতে ছাড় রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে যখনই ইচ্ছা করতে পারবে, অতএব যদি শুরুর সময়ে (১০ যিলহজ্জ সকালে) এর উপযুক্ত ছিলো না, ওয়াজিবে শর্তাবলী পাওয়া গেলো না এবং শেষ সময়ে (অর্থাৎ ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে) উপযুক্ত হয়ে গেলো অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া গেলো তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে গেলো এবং যদি শুরু সময়ে ওয়াজিব ছিলো এবং এখনো (কুরবানি) করেনি আর শেষ সময়ে শর্তাবলী পাওয়া গেলো না তবে (কুরবানি) ওয়াজিব রইলো না।

(বাহারে শরীয়াত, অংশ ১৫, ৩/৩৩৪)

www.dawateislami.net

টাকা দিয়ে এনেছি বা আমি তো দুই লাখ (২০০০০০) টাকা দিয়ে এনেছি ইত্যাদি?

উত্তর: স্বভাবত যদি কেউ পশুর দাম জিজ্ঞাসা করলো আর আপনি তাকে বললেন যে, আমি বলবো না,তখন তার মনে কষ্ট পাবে আর তার খারাপ লাগবে, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে দাম বলে দিন। আপনারও তো পশু নিয়ে ঘুরার শখ, যখন আপনি আপনার শখ পূরণ করছেন, পশু কিনে আপনার দরজার সামনে বেঁধে রাখছেন, একে ফুলের মালা পরাচ্ছেন এবং একে সাজিয়ে রাখছেন, তো যখন আপনি নিজেই এত প্রদর্শনী করছেন তখন লোকেরা তো জিজ্ঞাসা করবেই যে, কত দিয়ে কিনেছেন? যদি আপনি পশু প্রদর্শনী না করেন এবং তা লুকিয়ে রাখেন তখন এত লোক জানতেও পারবে না অতঃপর খুব কম লোকই জিজ্ঞাসা করবে বা এটা জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনি কুরবানির জন্য পশু কিনেছেন কি না? যদি আপনি হ্যাঁ বলেন তবে জিজ্ঞাসা করবে কত দিয়ে কিনেছেন? আর যদি বলেন: এখনো কিনি নাই, তখন জিজ্ঞাসা করবে: কত দিয়ে কিনার ইচ্ছা আছে? যাইহোক মানুষ জিজ্ঞাসা করবেই। আর এই জিজ্ঞাসা অনেক সময় অহেতুকও হয়ে থাকে আর অনেক সময় অহেতুক নাও হতে পারে, যেমন; কেউ এই কারণেই জিজ্ঞাসা করলো যাতে সে জানতে পারে

www.dawateislami.net

যে, এখন পশুর দাম কেমন চলছে আর এরূপ পশু কতদিয়ে পাওয়া যাচ্ছে? কেননা সেও পশু কিনার জন্য হাটে যাবে, এটা তো ভালো নিয়্যতে জিজ্ঞাসা করা আর যদি এমনিতেই জিজ্ঞাসা করে যেমন; মানুষ কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করে তখন তা অহেতুক জিজ্ঞাসা হবে এবং অহেতুক কথা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, কিন্তু এই জিজ্ঞাসা করাটা তখনও গুনাহ নয় অতএব যদি কেউ আপনাকে পশুর দাম জিজ্ঞাসা করে তবে আপনি তার মন খুশি করার নিয়্যতে তাকে ঠিক ঠিক এর দাম বলে দিন, তার মন খুশি হয়ে যাবে, না বললে সে মনে কষ্ট পাবে তবে জিজ্ঞাসা করা মানুষেরও উচিৎ যে, বিনা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা না করা।

কোন্ পশু কুরবানি করা মর্যাদাপূর্ণ?

প্রশ্নঃ আমি দুম্বা পালন করেছিলাম ও আমার নিয়্যত এটাও ছিলো, আমি এগুলো বিক্রি করে বড় পশু কিনবো কিন্তু এখন মন বলছে যে, আমি এটাই জবাই করবো, আপনি আমাকে নির্দেশনা দিন যে, এই দু'টির মধ্যে কোনটি আমার জন্য উত্তম হবে? (করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের প্রশ্ন)

উত্তরঃ কুরবনির পশুর নিয়্যতে (কিছু) মাসআলা (শরয়ী বিধান) রয়েছে, গরীবের জন্য আলাদা মাসআলা আর

www.dawateislami.net

ধনীদের জন্য আলাদা। যদি এই পশুগুলোর কুরবানির নিয়্যত ছিলো না তবে তা বিক্রি করাতে সমস্যা নাই, আপনার ইচ্ছা, এগুলো বিক্রি করে বড় পশু নেয়া বা না নেয়া। তবে হ্যাঁ! এতে উত্তম কোনটি? তো এই ব্যাপারে আরয করছি যে, বান্দা যেই পশু নিজে পালন করে, সেগুলোর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে বরং অনেক সময় পশুর প্রতি সন্তানের মতো ভালবাসা হয়ে যায়, তা জবাই করা নফসের জন্য কষ্টকর হয়ে থাকে এবং মনে এক বেদনাময় অবস্থা হয়ে থাকে, এভাবে পালিত পশু জবাই করাতে অধিক ফযীলত দেখা যাচ্ছে। যদি তা বিক্রি করে দেয়া হয় তবে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না যে, দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে, এবার তা জবাই হোক বা যাই হোক কিছুই অনুভূতি হবে না। তাছাড়া তা বিক্রি করে অন্য পশু কিনা হলে তবে এর প্রতি বেশি টান ও ভালবাসা হবে না আর তা জবাই করাতে নফসের তেমন বোঝাও হবে না অতএব যেই পশু নিজের পালন করেছে তাই জবাই করুন।

মৃত পিতামাতার নামে কুরবানি করার বিধান

প্রশ্ন: যদি পিতামাতার ইন্তিকাল হয়ে যায় ও তারা জীবনে কখনোই কুরবানি করেনি তবে কি সন্তান তাদের নামে কুরবনি করতে পারবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! ইছালে সাওয়াবের জন্য কুরবানি হতে পারে, এতে কোন সমস্যা নেই, তাছাড়া পিতা-মাতার পক্ষ থেকে কুরবানি করা উচিৎ, এটি ভালো কাজ। পিতামাতা জীবদ্দশায় কুরবানি করুক বা না করুক কিংবা ১০০টি করে ছাগল জবাই করতো তবু ইছালে সাওয়াবের জন্য কুরবানি করলে সমস্যা নাই। তাছাড়া জীবিতদের ইছালে সাওয়াবের জন্যও কুরবানি করা যেতে পারে।

কুরবানির পশুকে কি গোসল করানো যাবে?

প্রশ্নঃ কুরবানির পশুকে কি গোসল করানো যাবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! কুরবানির পশুকে গোসল করানো যাবে, তবে যদি প্রয়োজন হয়।

কুরবানিরও কি কাযা রয়েছে?

প্রশ্নঃ এক বছরের কুরবানি রয়ে গেছে তবে কি এই কুরবানি দ্বিতীয় বছর করতে পারবে? যেমন; এইবার আমার কাছে টাকা নেই, তবে কি কুরবানি আমার জন্য ক্ষমা হবে নাকি করতেই হবে?

উত্তরঃ কুরবানির দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং (ওয়াজিব হওয়া অবস্থায়) কুরবানি করেনি, না পশু আর না এর মূল্য সদকা করেছে এমনকি আরেকটি কুরবানির ঈদ

এসে গেছে আর এবার চাচ্ছে যে, গতবছরের কুরবানির কাযা করবে তবে এরূপ হতে পারে না বরং এবারও একই বিধান যে, পশু বা এর মূল্য সদকা করবে।[১]

কুরবানি ওয়াজিব কিন্তু টাকা নাই তবে কি করবে?

প্রশ্নঃ যদি কুরবানির শর্তাবলী পাওয়া যায় কিন্তু টাকা না থাকে বা কুরবানি ওয়াজিবই হয়নি, তখনও কি কুরবানির হুকুম হবে? **(রুকনে শূরার প্রশ্ন)**

উত্তরঃ যদি কুরবানি ওয়াজিব হয় কিন্তু টাকা না থাকে তবে ঋণ করেও কুরবানি করতে পারবে অথবা এমন কোন জিনিস বিক্রি করে টাকা নগদ করে নিবে, যা দ্বারা পশু কিনতে পারবে। মনে রাখবেন! কুরবানির জন্য আবশ্যক নয় যে, দেড়লাখ টাকার পশু কিনতে হবে বরং অংশীদারও হতে পারবে, কেননা তা ততবেশি দামী হয়না। যাইহোক, কুরবনি ওয়াজিব হলে তবে তো করা আবশ্যক, যদি জেনেশুনে না করে তবে বান্দা গুনাহগার হবে। তবে হ্যাঁ! যদি কুরবানি ওয়াজিবই হয়নি এবং তা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীও পাওয়া যায়নি, এই কারণে কুরবানি করেনি তবে তা কোন গুনাহের কাজ নয়, কেননা কুরবানি ওয়াজিবই ছিলো না।

১. ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৬-২৯৭।

www.dawateislami.net

কুরবানির পশুর গলায় ঘন্টি ও পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধার বিধান

প্রশ্ন: কুরবানির পশুর গলায় ঘন্টি ও পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধা কেমন?

উত্তর: কুরবানির পশু হোক বা সাধারণ পশু, এর গলায় ঘন্টি ও পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধা যদি বিনা প্রয়োজনে হয় তবে মাকরূহে তানযিহী অর্থাৎ অপছন্দনীয়।

পশুর গলায় ঘন্টি ও পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধা সম্পর্কীত দারূল ইফতা আহলে সুন্নাতের খুবই সুন্দর এবং গবেষণালব্ধ ফতোয়া হলো, "পশুর গলায় ঘন্টি বা পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধাতে যদি উপকার থাকে তবে দারূল ইসলামে (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে) তা বিনা দ্বিধায় জায়িয এবং যদি কোন উপকার না থাকে তবে মাকরূহে তানযিহী অর্থাৎ অপছন্দনীয় কিন্তু তবুও জায়িয।" মনে রাখবেন! কুরবানির উৎসব দারূল ইসলামে (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে) হয়ে থাকে আর এই মাসআলাও দারূল ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র) এর ব্যাপারে, আর দারূল হারব (অর্থাৎ অনৈসলামীক রাষ্ট্র) এর পৃথক অবস্থা রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের দেশ হলো দারূল ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র) এবং এছাড়াও অসংখ্য দেশও দারূল ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র) যদিও তাতে অধিক সংখ্যক অমুসলিম

www.dawateislami.net

হয়ে থাকে কিন্তু তা দারুল ইসলামের (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র) সংজ্ঞায় আসে। যাইহোক আমাদের এখানে পশুর গলায় যে ঘন্টি বাঁধা হয় তা জায়িয এবং উপকারীতার নিয়্যত না হওয়া অবস্থায় মাকরূহে তানযিহী এবং যদি উপকারীতার নিয়্যত হয় তবে মাকরূহে তানযিহীও নয়, যেমন; এই নিয়্যতে পশুর গলায় ঘন্টি বাঁধলো যে, চলার সময় ঘন্টির আওয়াজ পশুকে চাঙ্গা রাখবে এবং সে দ্রুত চলবে তবে এই উপকারীতা অর্জনের জন্য ঘন্টি বাঁধা মাকরূহ নয়। অনুরূপভাবে যদি এই কারণে পশুর গলায় ঘন্টি বাঁধলো যে, নেকড়ে ইত্যাদি যেসকল প্রাণী হামলা করতে আসবে ঘন্টির আওয়াজ শুনে পালিয়ে যাবে এবং এভাবে পশুগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে তবে এটাও একটি বিশুদ্ধ নিয়্যত। অনুরূপভাবেই যদি এই কারণে ঘন্টি বাঁধলো যে, তন্দ্রভাব দূর করবে এবং এতে চলার সময় পশুর ঘুমও দূর হয়ে যাবে আর যারা এর উপর আরোহী রয়েছে তাদেরও ঘুম দূর হয়ে যাবে তবে এই নিয়্যতেও ঘন্টি বাঁধা যেতে পারে।

পশুর গলায় ঘন্টি ও পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধার উপকারীতা

পশুর গলায় ঘন্টি বা পায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে অন্যান্য উপকারীতাও অর্জন করা যাবে, যেমন; পশুর হারিয়ে গেলো

বা রশি ছিড়ে পালালো তবে জানা যাবে, পশু পালিয়েছে আর কোথায় গেছে? অথবা চোরের ভয় রয়েছে যে, পশু চুরি করে নিবে তখন পশু হাঁটার সময় ঘন্টির আওয়াজ আসবে, যার ফলে ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠে চোরকে ধরে ফেলবে এবং নিজের পশুকে বাঁচাতে পারবে, তখন এসব উপকারীতা অর্জনের জন্য পশুর গলায় ঘন্টি ও পায়ে ঘুঙ্গুর বাঁধা জায়িয।

কমবয়সী মোটাসোটা পশুর কুরবানির বিধান

প্রশ্নঃ যদি বড় পশু দেড় বছরের হয় কিন্তু দূর থেকে দেখতে দুই বছরের মনে হয় তবে কি এর কুরবানি হয়ে যাবে।

উত্তরঃ বড় পশুর (গরু, মহিষ) বয়স দুই হওয়া আবশ্যক যদি দুই বছরের চেয়ে একদিনও কম হয় তবে কুরবানি হবে না। তবে দুম্বা বা ভেড়া যাকে ইংরেজীতে Sheep বলে, এগুলো যদি ছয় মাসের বাচ্চাকে দূর থেকে দেখে এক বছরের মনে হয় তবে এর কুরবানি জায়িয, কিন্তু ছাগলের ক্ষেত্রে এরূপ ছাড় নেই, শুধুমাত্র Sheep এর ক্ষেত্রেই রয়েছে আর এটাও শুধু তখনই যখন ছয়, সাত বা আট মাসে বাচ্চা এত মোটাসোটা এবং সবল হয় যে, এক বছরের মনে হয়, অন্যথায় এগুলোরও কুরবানি হবে না অর্থাৎ এখন ছয়, সাত বা আট মাসের হোক না কেন, কিন্তু দূর্বল, বাচ্চাই মনে

হচ্ছে, এর কুরবানি হবে না তবে একবছর হওয়ার পরও যদি বাচ্চা মনে হয় তবে সমস্যা নেই কুরবানি জায়িয, শর্ত হলো; এতে অন্য কোন ঘটতি না থাকা।[১]

পরিবারের যত লোকের উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে তাদের সবাইকেই কুরবানি করতে হবে

প্রশ্ন: পরিবারে ছয়জন লোক আছে, যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে যদি সবার পক্ষ থেকে দু'টি বা তিনটি কুরবানি করা হলো, তবে তা কি যথেষ্ট হবে নাকি ছয়টি কুরবানিই করতে হবে?

উত্তর: ছয়টি কুরবানিই করতে হবে। অনেকে পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে শুধু একটি ছাগল কুরবানি করে দেয়, এরূপ কোন কুরবানিই হবে না। একটি ছাগলে একের অধিক অংশ হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বড় পশু (গরু, মহিষ) কিনে তা সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা যেতে পারে।

১. দুরদে মুখতার, কিতাবুল আদহিয়াহ, ৯/৫৩৩।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন:

যে ব্যক্তির কাছে পশু থাকে আর সে সেটাকে জবেহ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে এমন ব্যাক্তির যিলহজ্বের চাঁদ দৃষ্টি গোছর হওয়ার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত নিজের চুল ও নখ না কাটা উচিৎ।

(মুসলিম, ৮৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১২১)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুকুম শুধু মুস্তাহাব, আমল করলে উত্তম, আমল না করলে সমস্যা নেই। যদি কোন ব্যক্তি ৩১ দিন থেকে কোন কারণে হোক বা কারণ ছাড়া হোক নখ না কাটে যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেছে তবে সে যদিও কুরবানী করার ইচ্ছা করে এই মুস্তাহাবের উপর আমল করতে পারবে না। কেননা এখন দশ তারিখ পর্যন্ত নখ রাখলে নখ কাটতে একচল্লিশদিন হয়ে যাবে আর চল্লিশদিন থেকে বেশি নখ রাখা গুনাহ। মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহ করতে পারবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৩৫৩,৩৫৪ সংক্ষেপিত)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net